ড ইন ইসলামিক এন্ড ওয়েস্টার্ন মেথড্স অফ ইনকুয়ারী

আ ন ম আবদুল ওয়াহেদ*

লেখক: লুই সাফি, প্রকাশক: ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক থ্যট এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া (আইআইইউএম), প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬ আইএসবিএন: ৯৮৩-৯৭২৭-০৩-৬, পৃষ্ঠা: ২০৩।

জ্ঞান সম্পর্কীয় আলোচনায় বলা হয়ে থাকে: যা কিছু জ্ঞান তা কিছু না কিছুতে নিশ্চিত। জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে জ্ঞান এবং নিশ্চয়তার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। দর্শনের দিক থেকে, আমরা কোন কিছু সম্পূর্ণ জানি বা সম্পূর্ণ নিশ্চিত এই ধরণের দাবী করতে পারি না। তাই জ্ঞানতত্ত্বের দাবী, যখন আমরা বলি আমরা কিছু জানি তখন আমরা কিছু না কিছুতে নিশ্চিত হই। তাহলে জ্ঞান এবং নিশ্চিয়তার সম্পর্ক বিচারে যেটাকে আমরা পরম জ্ঞান বলব সেটা পরমভাবে কোন কিছুতে নিশ্চিত হওয়া, যেখানে কোন কিছু সম্ভাব্য থাকে না। সে জ্ঞান কি আমাদের পক্ষে বিচার করা সম্ভব কিনা বা এটা নিশ্চিত করতে কি কি শর্ত দরকার তা নিয়ে জ্ঞানতত্ত্বে নানা পর্যালোচনা আছে। কিন্তু সেই সমস্যার আপাত: কোন সমাধানের নজির নেই। তবে, মূল ভিত্তি জায়গাটা প্রস্তুত আছে। যেমন- অভিধানিক অর্থে, নিশ্চয়তা (Certainty) এক অর্থে, কোন বিষয় বস্তু বা ঘটনায় প্রশ্নহীন, অপরীক্ষিত বিশ্বাস।

লুই সাফি (Louay Safi) তাঁর ফাউন্ডেশন অব নলেজ: এ কম্প্যারেটিভ স্টাডি ইন ইসলামিক এন্ড ওয়েস্টান মেথডস অব ইনকুয়ারী (The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry) বইয়ের লজিক্যাল এনালাইসিস: রুলস অব সিস্টেমেটিক ইনফারেন্স শিরোনামের তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞান ও নিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সেই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় দেখাচ্ছেন নিশ্চয়তা এবং জ্ঞানের সম্পর্ক বিচারে মুসলিম দর্শনে একটা বিবর্তন ঘটেছে। সেটা আদি গ্রীকদর্শনের প্রভাব থেকে এর বাইরে যাওয়ার ইতিহাস। আবার যেটা মাত্রাগতগতভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞান সম্পর্কীয় সংজ্ঞায়ন এবং তার সন্দেহগুলোকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে।

মুসলিম দর্শনে কালাম শাস্ত্রের উদ্ভব হয় মুতাজিলাদের হাতে। এটি পদ্ধতি হিসেবে ছিল নতুন এবং কার্যকরী। দর্শনের পরিসরে যে প্রশ্নগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য কালাম শাস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে। অপর চিন্তাগোষ্ঠী আশারিয়ারাও কালাম শাস্ত্রের ব্যবহার করেন। কিন্তু চিন্তা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। তাঁদের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন ছিল বিজ্ঞান (ইল্ম) কি?

মুতাকালিমুন'রা বিজ্ঞানের এই সংজ্ঞায় একমত ছিলেন: বস্তুর জ্ঞান হলো এটি নিজে কিভাবে অস্তিত্বশীল তা জানা। (এই জ্ঞান সূত্রে জ্ঞানতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা) এই সংজ্ঞা কালাম শাস্ত্রের উদগাতা মুতাজিলাদের কাছে

* **আ ন ম আবদুল ওয়াহেদ,** *এম. ফিল* গবেষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রহনযোগ্য ছিলো। আশারিয়া স্কুলের (প্রতিষ্ঠাতা আবু আল-হাসান আল-আশারী) আল-বাকিলানী এই সংজ্ঞায় কিছু পরিমার্জন আনেন।

বস্তু বা thing সম্পর্কে উভয়ই বলেন, একটি অস্তিত্বমানতা বা বাস্তবতা। এটি বস্তু, দ্রব্য, আকার বা সারবস্তু হতে পারে। তারা বিশ্বাস করতেন বস্তু নিজে যা বলতে তারা বুঝেন সেখানে বস্তুর সকল অংশ বিদ্যমান, একে মানব মন দ্বারা জানা যায়। কিন্তু আমরা জানি ইমানুয়েল কান্ট বলেন, বস্তু নিজে যা আমরা তাকে সেভাবে জানতে পারি না। আমাদের মনের সীমাবদ্ধতা আছে। এখানে পরিদৃশ্যমান জগত এবং দৃষ্টির আড়ালের যে জগত তার পার্থক্য চলে আসে। কিন্তু বিজ্ঞান কি তার তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা আর ব্যবহারিক দিক একই নয়। তাদের বিজ্ঞান বিষয় আলোচনা থেকে আরো জানা যায়-

জ্ঞানের নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে মুতাকালিমুনরা দু'টি ভাগ করেন। একটি হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। প্রাথমিকভাবেই ভাবা হতো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানে বস্তু নিজে আসলে সেটা কি (knowledge of the what-ness of the thing) তাকে জানা। অপরটি হলো অজ্ঞতা। এটি বস্তুর প্রকৃতির বিপরীত কিছু নির্দেশ করে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অজ্ঞতাকে অনুসরণ করে জ্ঞানের আরো দু'টি ভাগ পাওয়া। প্রথমটি হলো সংশয়বাদ। সংশয়বাদে কোনকিছুকে বুঝতে গেলে দেখা যায় বিপরীত দিক থেকে দু'টি সমান সম্ভাব্যতা থাকে। অন্যটি হলো সম্ভাব্য জ্ঞান। সম্ভাব্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন কিছুর দু'টি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা থাকলেও সেখানে যে কোন একটি বেশী সম্ভাব্য হয়ে থাকে। নিশ্চয়তা বিচারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিশ্চিত অথবা সম্ভাব্য। আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব বলে, যা কিছু সম্ভাব্য তা কিছু না কিছুতে নিশ্চিত। অন্যদিকে সংশয়বাদ ও অজ্ঞতা বিজ্ঞান নয়। যেহেতু এটি বস্তু নিজে কি তা প্রকাশ করে না।

কিন্তু আল-গাজালী বলছেন, নিশ্চয়তা বৈজ্ঞানিক হবে এমন ভাবার প্রয়োজন নাই। এটি এক ধরণের প্রত্যয় বা দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা কোন কিছুর নিশ্চয়তা সম্পর্কে সর্বোচ্চ বিশ্বাস দেখাতে পারি, কিন্তু বিষয়টি ভুলও হতে পারে। আল-গাজালী বলছেন, একজন ব্যক্তি বিপরীত সম্ভাবনার কোনরূপ বিচার না করে কোন বিষয়ের সত্যতা নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করতে পারে। সুতারাং, দৃঢ় বিশ্বাস হলো বিপরীত বিশ্বাস। এটি বিজ্ঞান নয়। আল-গাজালী বিজ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের পার্থক্য করতে গিয়ে বলছেন- এই ধরণের প্রশ্ন বিদ্যমান আছে, মহাবিশ্ব সৃষ্ট না চিরন্তন। সংশয়বাদের কাছে এর দু'টি সম্ভাবনাই জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে সমান। একজন কোন বিচার বিবেচনা ছাড়া গ্রহণ করতে পারে বিশ্ব সৃষ্ট। অথবা বিশ্ব চিরন্তন তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলছে। দেখা গেলো, অজ্ঞেয়বাদীর বলা বিশ্ব চিরন্তন-এটা মিথ্যা। অন্যদিকে দৃঢ় বিশ্বাসকারী বলেন, বিশ্ব সৃষ্ট-এটা সত্য। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসকারী বা যিনি নিশ্চিত তার দাবী সত্য হলেও এটি জ্ঞান নয়। আল-গাজালী বলছেন, এখানে দু'জনেরই কোন পার্থক্য নাই। কেননা, দু'জনই নির্বিচারবাদী। অন্যদিকে বিজ্ঞান হলো বস্তুর অপরিবর্তনশীলতার চেয়ে পরিবর্তনে গুরুত্ব দেয়া। নিশ্চয়তা বিষয়ক দাবীর গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বস্তুজগত সদা পরিবর্তনশীল। এই বিষয়কে সে যথাযথ ধরতে পারে না। ঠিক তেমনি আমাদের জ্ঞানগত উপলব্ধিকে নিশ্চিত বলতে পারি না। কারণ একই ধরণের বোঝাপড়া অবস্থা ভিন্ন হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো মুসলিম দর্শনে জ্ঞানগত নিশ্চয়তা মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেনি। বরং, কোন প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রনোদনা থাকে প্রত্যাদেশে। এই যে নিশ্চয়তার ধারণা তা কোন অর্থে গায়েবী বিশ্বাস দ্বারা পরিপুষ্ট নয়। একই আলোচনার সূত্র

ধরে সনাতনী যুক্তিবিদ্যাকে খন্ডন করেছেন আল-গাজ্জালী। তিনি এরিস্টটলের সনাতনী যুক্তিবিদ্যার বাইনারী পদ্ধতি চ্যালেঞ্জ করে দেখান এ ভিত্তিগত দিক দুর্বল। এটাও ছিল কোন কোন অর্থে কোন বচনের সত্য বা মিথ্যা প্রতিপাদনের মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি। এই আলোচনার মাধ্যমে লুই সাফি পশ্চিমা জ্ঞানকান্ডের পদ্ধতির সাথে ইসলামি জ্ঞানকান্ডের পদ্ধতি তুলনা করেছেন।

নিশ্চয়তা সম্পর্কীয় তুলনামূলক বিচার পদ্ধতিতে সময়ের ক্ষেত্রে মুসলিম দার্শনিকরা এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেই ধারা শেষ পর্যন্ত বহাল থাকেনি। অন্যদিকে পশ্চিমা দর্শন প্রশ্ন তোলার জায়গা টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু আল-গাজালীর হাতে নিশ্চয়তা বিষয়ক সমস্যার যে পর্যালোচনা ঘটেছে, সেখানে সেভাবে ঘটেনি। তবে ইমানুয়েল কান্টের দর্শনে আল-গাজালীর সেই বিচারবাদীতার ছাপ আছে। ফলে জ্ঞান হওয়া অথবা না হওয়া, এর সীমানা, বৈধতা নিয়ে প্রচলিত জ্ঞানতত্ত্ব এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে।

লুই সাফির আলোচনার বিষয় ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তুলনামূলকভাবে পশ্চিমা ইসলামি জ্ঞানকান্ডের পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রত্যাদেশ কিভাবে সঠিক প্রশ্ন তোলা ও অনুসন্ধান পদ্ধতির উৎস হতে পারে। কিন্তু তিনি ভিত্তিগত আলোচনা করতে গিয়ে সমকালে যেসব চর্চা হচ্ছে সেগুলোর প্রতি জোর দেননি। কারণ ভিত্তিমূল এক হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা কান্ডের পর্যালোচনা আরো ব্যাপকতা দাবী করে। ইতোমধ্যে পশ্চিমা দর্শনের আলোচনার প্রেক্ষিতে নন-ফাউন্ডেশনাল ইসলাম নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু, পাঠকের এই দাবীর নায্যতা কোন অর্থেই বইটির গুরুত্ব কমাতে পারে না।

চারটি ভাগে বিভক্ত বইটিতে মোট সাতটি অধ্যায় রয়েছে। বিভাগগুলোর শিরোনাম- The Inadequacy of Established Methods, Classical Muslim Methods, Modern Western Methods এবং An Alternative Methodology. বইয়ের শেষে রয়েছে ঋদ্ধ বইয়ের তালিকা এবং নির্ঘন্ট।